

# উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ক নির্দেশিকা

## VAT Deduction at Source (VDS) Guideline

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

বর্তমানে ভ্যাট সংক্রান্ত একটি বহুল জিজ্ঞাসিত বিষয় হলো উৎসে ভ্যাট কর্তন। সংশ্লিষ্ট মহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি VDS নামে বহুল প্রচলিত। VDS সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১১ বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ (আদেশটি এ অধ্যায়ের শেষে সন্নিবেশিত আছে) জারি করা হয়েছে। অনেক সময় এসআরও, আদেশ ইত্যাদির ভাষা জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য হয় না। তাই, এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিষয় সহজে, সবার জন্য বোধগম্য করে পেশ করা। যদিও উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত এবারের সাধারণ আদেশটি (সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪) সহজে বোধগম্য হবে বলে আমার বিশ্বাস। উক্ত আদেশের বিষয়াদি, VDS কর্তন সংক্রান্ত মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালার বিষয়াদি সমন্বিত করে সহজ ভাষায় নিম্নে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পেশ করা হলো। আলোচনার প্রারম্ভে আমাদের জানা দরকার যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন বলতে কি বুঝায়?

### উৎসে ভ্যাট কর্তন বলতে কি বুঝায়?

উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি কী তা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। ভ্যাট এবং আয়কর উৎসে কর্তন করার বিধান রয়েছে। যখন স্বাভাবিক স্থানে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নানা কারণে কর আদায় করা সম্ভব হয় না, তখন উক্ত করের যেখানে উৎস সেখান থেকে কর কর্তন করে নেয়ার বিধান করা হয়। এই হলো উৎসে কর কর্তন। ভ্যাটের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ৩৭টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে, উক্ত সেবাগুলোর ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা এবং সুযোগ বেশি। তাই, এই সেবাগুলোর ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। অতএব, উৎসে কর আলাদা কোনো কর নয় - উৎসে কর হলো কর উৎসে কর্তন করে রাখার পদ্ধতি মাত্র। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আমরা যারা চাকুরী করি তাদের অনেকেরই আয়কর দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমরা আয়কর দিয়েও থাকি। আবার, অনেকের মধ্যে আয়কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও রয়েছে। তাই, নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের করযোগ্য আয় থেকে আয়কর উৎসে কর্তন করে রাখার জন্য সরকার বিধান জারি করেছে। এই হলো আয়কর উৎসে কর্তন। একইভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান রয়েছে। ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে মূলত কিছু সেবার ওপর। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পণ্যের তুলনায় সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা বেশি। আমাদের দেশে ভ্যাট এবং আয়করের একটি বড় অংশ উৎসে আদায় হয়ে থাকে। সকল দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় এরূপ উৎসে কর কর্তনের বিধান রয়েছে।

### যে সকল প্রতিষ্ঠান ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে

আমাদের দেশের বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে, দশ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এক কোটি টাকার বেশি বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান। ‘এক কোটি টাকার বেশি বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান’ ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন তাদের ক্রয়ের বিপরীতে বিল পরিশোধ করবে, তখন উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা আছে কি-না তা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উৎসে ভ্যাট কর্তন করা না হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সমুদয় ভ্যাট সুদসহ আদায়যোগ্য হবে। তাই, এসব প্রতিষ্ঠানে যারা এ্যাকাউন্টস, অডিট, প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, তাদের উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধানাবলী সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা থাকা আবশ্যিক।

উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি এখানে আমরা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পেশ করবো। ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি সহজে আত্মস্থ করা সম্ভব হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত যে সামগ্রিক বিষয়াদি তা চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ হলো: কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে; কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে? দ্বিতীয় অংশ হলো: কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না? তৃতীয় অংশ হলো: উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর তা কিভাবে সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করতে হবে এবং উৎসে ভ্যাট কর্তনের সনদপত্র কিভাবে জারি করতে হবে? অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের এটুকু জানলেই চলে। তবে, যেসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম করে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করে, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট দাখিলপত্র (মূসক-১৯) দাখিল করে সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আর একটি বিষয় জানতে হয়। এই হলো চতুর্থ অংশ। এই অংশে আমরা জানবো যে, দাখিলপত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি কিভাবে এন্ট্রি দিতে হয়। যেমন: গ্রামীণ ফোন লিঃ স্বাভাবিকভাবে তার কার্যক্রমের ওপর সরকারকে ভ্যাট প্রদান করে। গ্রামীণ ফোন লিঃ নিয়মিতভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত মাসিক দাখিলপত্র পেশ করে। গ্রামীণ ফোন লিঃ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে। তাই, গ্রামীণ ফোনের দাখিলপত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি কিভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে তা জানা দরকার। আবার, ধরা যাক, আফতাব অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ লিঃ গ্রামীণ ফোন লিঃ এর গাড়ি মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ করে। আফতাব অটোমোবাইলস লিঃ মোটর গ্যারেজ হিসেবে নিজে সরকারকে ভ্যাট প্রদান করে। তাই, মাসিক দাখিলপত্র পেশ করে। আফতাব অটোমোবাইলস ওয়ার্কশপ লিঃ গ্রামীণ ফোন লিঃকে সেবা প্রদান করলে গ্রামীণ ফোন উৎসে ভ্যাট কর্তন করে এবং “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে। তাই, আফতাব অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ

লিঃকে জানতে হবে যে, তার মাসিক দাখিলপত্রে কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহ প্রদান করতে হবে। আমরা এখন এই চারটি অংশ এক এক করে আলোচনা করবো।

আমরা ইতোমধ্যে ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রথম টিপস জেনেছি। তা হলো কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত দ্বিতীয় টিপস হলো: **বর্তমানে ৩৬টি সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা বাধ্যতামূলক**। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-০২ এ উক্ত সেবাসমূহ বর্ণিত আছে। উক্ত তালিকায় ৩৭টি সেবা রয়েছে। তার মধ্যে বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার বিষয়ে আলাদাভাবে নিম্নে আলোচনা করা হবে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা বাদ দিলে ৩৬টি সেবা অবশিষ্ট থাকে। উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি উক্ত ৩৬টি সেবার মধ্যের কোন সেবা ক্রয় করে তাহলে সেবাদাতা বিলের সাথে ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করণ বা না করণ, উক্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হোক বা না হোক, বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, সেবাদাতা মূসক চালানপত্র প্রদান করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে এসব সেবার ক্ষেত্রে অনেক সেবাদাতা মূসক চালানপত্র ইস্যু করে না। তাই, এসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। তাই, সেবাদাতা মূসক চালানপত্র প্রদান করণ বা না করণ উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এখানে প্রায়ই একটা প্রশ্ন আসে যে, সেবাদাতা যদি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে, ভ্যাট পরিশোধ করে সেবা প্রদান করেন, তাহলেও কি উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে? উত্তর হলো হ্যাঁ ওই ৩৬টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই কাটতে হবে এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র দিলে তা সেবাদাতা তার দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে এন্ট্রি দিয়ে পজিটিভ সমন্বয় করে নেবেন। মোটকথা হলো, উক্ত ৩৬টি সেবা যদি উপরে বর্ণিত ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে থাকে, তাহলে বিল পরিশোধের সময় **অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে**। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই ৩৬টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক। এ বিষয়টি নিয়ে অনেকে নানাবিধ প্রশ্ন করে থাকেন। তাই, খুব জোরের সাথে এখানে আমি ব্যক্ত করলাম যে, বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে সকল পরিস্থিতিতে উক্ত ৩৬টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। তাই, কোন পরিস্থিতি চিন্তা করে উক্ত পরিস্থিতিতে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি হবে না এরূপ চিন্তা করা অমূলক। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান একটু আলাদা, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্য ভ্যাট চালানসহ ক্রয় করা বাধ্যতামূলক [ধারা৩৭(২কক)]।

তবে, এখানে একটি প্রশ্নের জবাব আমি পাঠকদের সুবিধার্থে দিয়ে দিতে চাই। তা হলো, উক্ত ৩৬টি সেবার মধ্যে কোন সেবা প্রদানকারী যদি ভ্যাট পরিশোধ করে “মূসক-১১” চালানপত্র ইস্যু করে সেবা প্রদান করেন। আবার, যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী ওই বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করেন, তাহলে একই সেবার ওপর দুবার ভ্যাট পরিশোধ করা হয়ে যায় না কি? এই প্রশ্নের জবাব হলো ‘না’। দুবার পরিশোধিত হয়ে যায় ঠিক; তবে, আবার, একবার সমন্বয় করে নেয়ার বিধান রয়েছে। এই সমন্বয় করার কাজটুকু অনেকে বুঝতে না পেরে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে থাকেন। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র দেয়ার পর সেবাদাতা তার দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে উহা উল্লেখ করলে সেবাদাতার পজিটিভ সমন্বয় করা হয়ে যায়। তাহলে সরকারকে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় একবার। উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৫(ক) তে এই পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে। আমরা এ পর্যন্ত দুটি টিপস শিখেছি। তা হলো: (১) কে কে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে? আর (২) ৩৬টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক।

পাঠকদের সুবিধার্থে এ পর্যায়ে আমি একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই, তা হলো উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি বুঝার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। আপনার প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ১০টি প্রতিষ্ঠান হয়) তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের বিপরীতে আপনি যখন কোন বিল পরিশোধ করবেন তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। আপনার সামনে কোন বিল আসলে প্রথমেই আপনি চিন্তা করবেন যে, বিলটি সেবা ক্রয়ের নাকি পণ্য ক্রয়ের। বিলটি যদি সেবা ক্রয়ের হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে সেবাটি কোন্ সেবা। সেবাটি যদি নিম্নের তালিকায় বর্ণিত কোন সেবা হয়ে থাকে, তাহলে ডানপার্শ্বে বর্ণিত হারে ভ্যাট বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে কর্তন করতে হবে। উক্ত সেবাগুলোর ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ভ্যাট চালান থাকলেও কর্তন করতে হবে, ভ্যাট চালান না থাকলেও কর্তন করতে হবে। ট্রেজারী চালান থাকলেও কর্তন করতে হবে, ট্রেজারী চালান না থাকলেও কর্তন করতে হবে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও কর্তন করতে হবে, চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলেও কর্তন করতে হবে। মোটকথা, নিম্নের তালিকায় বর্ণিত সেবাগুলোর ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এমন কোন পরিস্থিতি নেই যেখানে কর্তন করতে হবে না। কর্তন করার পর কি করতে হবে তা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে। তাহলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গেল। আপনি যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কোন প্রতিষ্ঠানে বিল পেমেন্ট সেকশনে কাজ করেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের বিপরীতে কোন বিল আপনার কাছে আসলে আপনি শুধু দেখবেন যে, ক্রয়টি সেবা কিনা এবং নিম্নের ৩৬টি সেবার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা। যদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে নিম্নের তালিকায় ওই সেবার ডানদিকে বর্ণিত হারে ভ্যাট কনফিডেন্টলী উৎসে কর্তন করবেন। আপনার প্রতিষ্ঠান যেসব সেবা ক্রয় করে তার অধিকাংশ নিম্নের ৩৬টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত এই জ্ঞানটুকু নিয়েই আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সঠিকভাবে করতে পারবেন।

কোন সেবা নিম্নের ৩৬টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা অনেক ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যাবে, আবার অনেক ক্ষেত্রে সহজে বুঝা যাবে না। এখানে আর একটা জরুরি বিষয় বলে রাখা দরকার তা হলো, নিম্নের তালিকার ক্রমিক নং-১৭ তে বর্ণিত ‘যোগানদার’ হলো পণ্যের সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা, অর্থাৎ তা হলো পণ্যের সরবরাহ। আমরা এখন আলোচনা করছি সেবার সরবরাহ গ্রহণ অর্থাৎ সেবা ক্রয়। তাই, যোগানদার বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৫টি সেবা। তাই, আপনার সামনে কোন বিল আসলে আপনি দেখবেন যে, ক্রয়টি ওই ৩৫টি সেবার মধ্যে পড়ে কিনা। যদি পড়ে তাহলে ওই সেবার ডানদিকে বর্ণিত হারে ভ্যাট অবশ্যই উৎসে কর্তন করতে

হবে। আপনার সামনে উপস্থাপিত বিলের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা ক্রয় করেছে সে সেবাটি নিম্নের কোন সেবার আওতায় পড়বে তা বুঝা অনেক সময় সহজ হবে না। সে ক্ষেত্রে সেবার সংজ্ঞা দেখতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা ক্রয় করেছে সে কার্যক্রম সেবার যে সংজ্ঞার সাথে বেশি ফিট করে সেই সেবার আওতায় ফেলতে হবে। কোন সেবার সংজ্ঞার মধ্যে যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম বর্ণনা করা আছে সেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে আপনার ক্রয়কৃত সেবাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখতে হবে। যে সেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সেবার আওতায় ফেলতে হবে। কিছু কিছু সেবার সংজ্ঞা রয়েছে যা প্রায় কাছাকাছি, যেমন: কনসালট্যান্সী ফার্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ইত্যাদি। এরূপক্ষেত্রে আপনার ক্রয়কৃত সেবার কার্যক্রম কোন সংজ্ঞার আওতায় পড়ে তা খুব অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

নিম্নের তালিকায় উক্ত ৩৬টি সেবা এবং প্রতিটি সেবার বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার পেশ করা হয়েছে। ক্রমিক নং-১৭তে যোগানদার বর্ণিত আছে। পূর্বেই বলেছি যে, যোগানদার হলো পণ্যের সরবরাহ। যোগানদার বাদ দিলে অবশিষ্ট ৩৫টি হলো সেবার সরবরাহ।

ক্রম. নং	সেবার কোড	সেবা প্রদানকারী	মূসক উৎসে কর্তনের হার
০১.	এস ০০২.০০	ডেকোরেন্টস ও ক্যাটারার্স	১৫%
০২.	এস ০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ	৭.৫%
০৩.	এস ০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	৭.৫%
০৪.	এস ০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৫.৫%
০৫.	এস ০০৮.১০	ছাপাখানা	১৫%
০৬.	এস ০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১৫%
০৭.	এস ০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	৩%
০৮.	এস ০১০.২০	*ভবন নির্মাণ সংস্থা	১১০০ বর্গফুট পর্যন্ত
			১১০১ বর্গফুট থেকে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত
			১৬০১ বর্গফুট ও তদুর্ধ্ব
০৯.	এস ০২০.০০	জরিপ সংস্থা	১৫%
১০.	এস ০২১.০০	প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১১.	এস ০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	(ক) উৎপাদন পর্যায়ে
			(খ) বিপণন পর্যায়ে (শো-রুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৬% হারে মূসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে)।
১২.	এস ০২৮.০০	কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৩.	এস ০৩১.০০	পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং- এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা	১৫%
১৪.	এস ০৩২.০০	কনসালট্যান্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম	১৫%
১৫.	এস ০৩৩.০০	ইজারাদার	১৫%
১৬.	এস ০৩৪.০০	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
১৭.	এস ০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	৫%
১৮.	এস ০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১৫%
১৯.	এস ০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%
২০.	এস ০৪৮.০০	পরিবহন	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে
		ঠিকাদার	(খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে।
২১.	এস ০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২২.	এস ০৫০.১০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকরেটর	১৫%
২৩.	এস ০৫০.২০	গ্রাফিক ডিজাইনার	১৫%
২৪.	এস ০৫১.০০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%
২৫.	এস ০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৬.	এস ০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগানকারী	১৫%
২৭.	এস ০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
২৮.	এস ০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
২৯.	এস ০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৪%
৩০.	এস ০৬৫.০০	ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিষ্কার/রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১৫%
৩১.	এস ০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১৫%
৩২.	এস ০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৩৩.	এস ০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৩৪.	এস ০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)	৪.৫%
৩৫.	এস ০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৩৬.	এস ০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)	৭.৫%

\*২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেটে ভবন নির্মাণ সংস্থার ওপর ভ্যাটের তিনটি হার নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় ভুলবশতঃ উৎসে ভ্যাট কর্তনের আদেশে তা প্রতিফলিত হয়নি। নতুন নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট উৎসে কর্তন বাঞ্ছনীয়।

## বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান একটু আলাদা। তাই, ইহা এখানে পৃথকভাবে আলোচিত হলো। কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা প্রদান করার পর যখন সেবা গ্রহীতার নিকট বিল দাখিল করবেন, তখন তিনি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করবেন। ভ্যাট চালানপত্র তার এলাকার ভ্যাট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত করাবেন। এভাবে বিলের সাথে প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করা থাকলে সেবা গ্রহীতা বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না। ভ্যাট কর্তন না করে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করে দেবেন। কিন্তু যদি প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র বিলের সাথে না থাকে বা আদৌ কোন ভ্যাট চালানপত্র বিলের সাথে না থাকে, তাহলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা বলতে আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে অনেকের মনে অস্পষ্টতা রয়েছে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা বলতে কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ, যে কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকরণ বা প্রচারকাজে সহায়তাকরাকে বুঝায়। ওয়েবসাইট বা পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করাও এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। সে হিসেবে বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারী কোনো প্রতিষ্ঠান, এবং প্রচারকারী অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, ওয়েবসাইট, বিলবোর্ড ইত্যাদি এবং প্রচারকাজে সহায়তাকারী অর্থাৎ মিডিয়া এজেন্সী আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ সেবার আওতাভুক্ত হবে। এসব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রস্তুত ও সরবরাহ বা প্রচার করলে বিলের সাথে প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করবে। ভ্যাট চালানপত্র স্থানীয় ভ্যাট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত করবে। তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করা না হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

আমরা এ পর্যন্ত তিনটি টিপস শিখেছি। ৩৫টি সেবা এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবাসহ সর্বমোট ৩৬টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পদ্ধতি ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

## ৩৬টি সেবার বাইরের কোন সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত ৩৬টি সেবার বাইরের কোনো সেবা যদি ক্রয় করা হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ০২(৩)-এ এ বিষয়ের বিধান বর্ণিত আছে। বিধান হলো, উক্ত ৩৬টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার প্রাথমিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। তবে, সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট তার স্থলে পরিশোধ করেছেন কি-না তা দেখার দায়িত্ব সেবা গ্রহণকারীর রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ট) অনুসারে সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট যথানিয়মে পরিশোধ করেছেন কিনা তা সেবা গ্রহণকারীর দেখার দায়িত্ব রয়েছে। তাই, ওই ৩৬টি সেবার বাইরের কোন সেবা ক্রয় করা হলে সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কি-না তা দেখতে হবে। সেবা প্রদানকারী যদি ভ্যাট পরিশোধ করে থাকেন, তাহলে সেবা গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না। আর যদি সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ না করে থাকেন, তাহলে সেবা গ্রহণকারী প্রযোজ্য ভ্যাট বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর্তন করবেন। এখন প্রশ্ন আসে যে, সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কি-না তা সেবা গ্রহণকারী কিভাবে নিশ্চিত হবেন। প্রথমতঃ ভ্যাট চালানপত্র দেখে নিশ্চিত হবেন। সেবা প্রদানকারী তার বিলের সাথে ‘মূসক-১১’ ফরমে ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করবেন। ভ্যাট চালানপত্রটি আপাতদৃষ্টিতে সঠিক আছে কি-না তা জানতে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখতে হবে। চালানটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে আছে কি-না তা দেখতে হবে। অবশ্য ভ্যাট চালানে উক্ত ফরম্যাটের ফিল্ডসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে অতিরিক্ত ফিল্ড ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যায়। চালানটি যদি হাতে লেখা হয়, তাহলে উহা দ্বিমুখী কার্বনবিশিষ্ট হতে হবে। চালানে কোনো কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ফ্লুইডের ব্যবহার থাকবে না। চালানে ক্রমিক সংখ্যা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা, ক্রেতার নাম, ঠিকানা, করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্যাদি সঠিকভাবে লেখা আছে কি-না তা দেখতে হবে। চালানে সেবার মূল্য ও ভ্যাট কত এবং সর্বমোট মূল্য কত তা উল্লেখ থাকতে হবে। তবে, চালানে ভ্যাটসহ মূল্য উল্লেখ থাকতে পারে। ভ্যাট চালানপত্রের নিচে বিক্রের স্বাক্ষর ও তারিখ লেখার স্থান রয়েছে। উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ব্যক্তির স্বাক্ষর ও তারিখ ছাড়াও তার নাম, পদবী ও সীল থাকা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যদি কেউ কম্পিউটারে তৈরী ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করে, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত যে আদেশের মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে ভ্যাট চালানপত্র প্রস্তুত করে, সে আদেশের ফটোকপি চেয়ে নেয়া ভালো। সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কি-না তা অধিকতর নিশ্চিত হতে হলে, তার কাছে ট্রেজারী চালান চাওয়া যায়। সেবা প্রদানকারী যদি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে থাকেন, তাহলে ট্রেজারী চালানের ফটোকপি নিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সেবা প্রদানকারী যদি বলেন যে, তিনি চলতি হিসাবের মাধ্যমে ভ্যাট পরিশোধ করেছেন, তাহলে চলতি হিসাব পুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি চাওয়া যায়। এবং সেখানে ভ্যাট চালানপত্রটি এন্ট্রি দেয়া আছে কি-না এবং স্থিতি থেকে ভ্যাট বিয়োগ করা আছে কি-না তা দেখতে হবে। মোটকথা, উক্ত ৩৬টি সেবার বাইরের কোন সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন তা সেবা গ্রহণকারীকে নিশ্চিত হতে হবে। সেবা প্রদানকারীর ভ্যাট পরিশোধের বিষয়ে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি নিশ্চিত হওয়া না যায়, তাহলে প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

এখানে কত শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ১৮টি সেবার ক্ষেত্রে সংকূচিত হারে অর্থাৎ ১৫ শতাংশের কম হারে ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। নিম্নে সংকূচিত হারের সেবাসমূহ এবং প্রযোজ্য ভ্যাটের হার উল্লেখ করা হলো:

ক্রম নং	সেবার নাম	ভ্যাটের সংকূচিত হার
০১.	নন-এসি রেস্টোরাঁ	৭.৫%
০২.	মোটর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ *	৭.৫%

০৩.	ডকইয়ার্ড *	৭.৫%
০৪.	নির্মাণ সংস্থা *	৫.৫%
০৫.	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা *	৩%
০৬.	ভবন নির্মাণ সংস্থা *	১.৫%, ২.৫%, ৪.৫%
০৭.	আসবাবপত্র *	ফ্যাক্টরীতে ৬%, শো-রুমে ৪%
০৮.	স্বর্ণকার, রৌপ্যকার	৩%
০৯.	যোগানদার *	৫%
১০.	পরিবহন ঠিকাদার *	পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য পরিবহন: ২.২৫% অন্যান্য পণ্য পরিবহন: ৭.৫%
১১.	বিদ্যুৎ বিতরণকারী	৫%
১২.	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা *	৪%
১৩.	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	৭.৫%
১৪.	ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল	৭.৫%
১৫.	স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী	৯%
১৬.	নিজস্ব ব্র্যান্ড-সম্বলিত তৈরী পোশাক বিপণন কেন্দ্র	৫%
১৭.	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা *	৪.৫%
১৮.	স্পন্দনশীল সেবা *	৭.৫%

উক্ত ১৮টি সংকীর্ণিত মূল্যভিত্তিক সেবার মধ্যে উপরের তারকাচিহ্নিত সেবাগুলো পূর্বে বর্ণিত ৩৬টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। তারকাচিহ্নিত ছাড়া যে সেবাগুলো রয়েছে সেসব সেবার ক্ষেত্রে উপরের অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণ থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রমাণ না থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে প্রথমত যথাযথভাবে ইস্যুকৃত ভ্যাট চালানপত্র-কে বিবেচনা করা যায়। ভ্যাট চালানপত্র অবশ্যই থাকতে হবে। অতঃপর ট্রেজারী চালান এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি এই দুটির মধ্যে যে কোন একটি থাকতে হবে। এদুটি একত্রে থাকা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ আমরা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি এ বিষয়টি পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। অতি সংক্ষেপে বিষয়টি এভাবে পেশ করা যায়। তালিকায় বর্ণিত ৩৭টি সেবার মধ্য থেকে ‘যোগানদার’ এবং ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ বাদ দিলে অবশিষ্ট ৩৫টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান সংশ্লিষ্ট সার্কেলের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করা থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উক্তরূপে সত্যায়িত করা না থাকলে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এই ৩৭টি সেবার বাইরের কোন সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ দাখিল করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, প্রমাণ দাখিল না করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছিলাম যে, যদি আপনার সামনে সেবা ক্রয়ের বিল উপস্থাপন করা হয়, তাহলে উপরের বিধানসমূহ অনুসরণ করতে হবে। আর যদি আপনার সামনে পণ্য ক্রয়ের বিল উপস্থাপন করা হয়, তাহলে নিম্নের বিধান অনুসরণ করতে হবে। যদি আপনার সামনে পণ্য ক্রয়ের বিল দাখিল করা হয়, তাহলে দেখতে হবে যে, সরবরাহটি যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে কি-না। আমরা জানি যে, ‘যোগানদার’ একটি সেবা হলেও ইহা হলো পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা। তাই, এ বিষয়টি আমরা পণ্য সরবরাহের সাথে দেখছি। পণ্য সরবরাহ নেয়া হলে তা যোগানদার হবে কি-না তা বুঝার জন্য নিম্নের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। পূর্বের তালিকায় বর্ণিত সেবার মধ্যে ‘যোগানদার’ সেবাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পদ্ধতি নিয়ে জনমনে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই, যোগানদার সেবার ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটের সময় ‘যোগানদার’ সেবার সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

### ‘যোগানদার’ সেবার ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন

যোগানদার (Procurement Provider) সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ, এই সেবার আওতা ও পরিধি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যোগানদার সেবার সংজ্ঞা হলো “যোগানদার অর্থ কোম্পানি বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।” এর মর্মার্থ হলো টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হলে বা কোম্পানির মাধ্যমে ক্রয় করা হলে বা ‘অন্যবিধভাবে’ অর্থাৎ নগদে ক্রয় করা হলে তা ‘যোগানদার’ হিসাবে বিবেচিত হবে। যে কোনো মূল্যের ক্রয় করা হলে তা ‘যোগানদার’ সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়কে যোগানদার সেবা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আয়কর উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত এমন একটি বিধান আছে। তাই, অনেকে যোগানদারের ক্ষেত্রেও স্পন্দনমূল্যের ক্রয় করা হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না বলে মনে করে থাকেন। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। যোগানদারের সংজ্ঞায় ইতোপূর্বে ছিল “যেকোনো পণ্য বা সেবা” সরবরাহকারী। ইহা পরিবর্তন করে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটের সময় “করযোগ্য পণ্য বা সেবা” সরবরাহকারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো - যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ নেয়া হয়েছে তা ভ্যাটযোগ্য হলে ওই সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ‘যোগানদার’ সেবার সংজ্ঞাভুক্ত হবে। তাই, এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কোন পণ্য বা সেবা ভ্যাটযোগ্য কি-না তা শুধুমাত্র ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল এবং দ্বিতীয় তফসিলের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে। এসআরও-এর মাধ্যমে যেসব পণ্য বা

সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেসব পণ্য বা সেবা হলো করযোগ্য সেবা। কারণ, এসআরও দ্বারা কোন বিশেষ পর্যায়ে (আমদানি, উৎপাদন, ব্যবসায়ী) অব্যাহতি প্রদান করা হয়। নগদে ছোটো-খাটো ক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট নিজস্ব তহবিল থেকে ক্রেতা পরিশোধ করবেন।

যোগানদারের সংজ্ঞায় ‘পণ্য বা সেবার সরবরাহ’ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আসলে কোন সেবার সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। প্রতিটি সেবার শিরোনাম দেয়া আছে। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা এবং সংজ্ঞায় বর্ণিত সেবা ছাড়া আর যত সেবা রয়েছে তা ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’র আওতায় পড়ে, সেবার কোড নং-এস০৯৯.২০। কোন সেবার সরবরাহ দেয়া হলে তা হবে ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা, অথবা সংজ্ঞায় বর্ণিত সেবা অথবা অন্যান্য বিবিধ সেবা। এই তিনটি ক্যাটাগরির বাইরে কোন সেবা নেই। তাই, কোন সেবার সরবরাহ ‘যোগানদার’ সেবা নয়। ‘যোগানদার’ সেবা হলো পণ্যের সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা। তাই, যোগানদার সেবার সংজ্ঞা থেকে ‘সেবার সরবরাহ’ বিলুপ্ত করা দরকার। তাহলে বিষয়টি আরো সহজভাবে পাঠকদের কাছে বোধগম্য হবে।

যোগানদার সেবা প্রদানকারীকে চিহ্নিত করা অনেক সময় সেবা গ্রহণকারীদের জন্য কঠিন হয়। মূসক নিবন্ধনপত্র দেখে যোগানদার সেবা প্রদানকারীকে চিহ্নিত করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, মূসক আইনের বিধান অনুসারে মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা যাবে না। টেন্ডারের সাথে মূসক নিবন্ধনপত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে। টেন্ডার দাখিলকারী যদি যোগানদার হন, তাহলে তার মূসক নিবন্ধনপত্রে সাধারণতঃ “আপনার ব্যবসার প্রকৃতি” এর স্থলে “Service Renderer” লেখা থাকবে এবং “ব্যবসার কার্যক্রম” এর স্থলে “S037: Procurement Provider” লেখা থাকবে। সরবরাহকারী যদি উৎপাদক হন, তাহলে “আপনার ব্যবসার প্রকৃতি” এর স্থলে “Supplier (Manufacturer)” লেখা থাকবে। সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে “আপনার ব্যবসার প্রকৃতি” এর স্থলে “Supplier (Trader)” লেখা থাকবে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র ইত্যাদি দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে, পণ্যের সরবরাহকারী যোগানদার কিনা। মনে রাখতে হবে যে, যিনি যোগানদার তিনি পণ্য উৎপাদন করেন না - তিনি পণ্য স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে অথবা কোন উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে অথবা টেন্ডার বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবরাহ করেন। যোগানদার হিসাবে ৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হলে সরবরাহকারী যে যোগানদার তা নিশ্চিত হতে হবে। সরবরাহকারী উৎপাদক নয় বা সরবরাহকারী স্থানীয় ব্যবসায়ী নয় বা সরবরাহকারী বাণিজ্যিক আমদানিকারক নয় - এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়া গেলেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সরবরাহকারী যোগানদার। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার তা হলো প্রজ্ঞাপন নং- ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মূসক, তাং ০৪ জুন, ২০১৫ অনুসারে নিম্নের সরবরাহগুলো যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না:

- (ক) স্কুলের টিফিন সরবরাহ;
- (খ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাদেশ এর বিপরীতে মুদ্রিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এবং সমমান পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;
- (গ) তুলা সরবরাহ;
- (ঘ) ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ পেপার সরবরাহ;
- (ঙ) ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা (cullet) সরবরাহ;
- (চ) প্লাস্টিক বর্জ্য সরবরাহ;
- (ছ) জিলেটিন ক্যাপসুলের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত গরু ও মহিষের হাড় সরবরাহ;
- (জ) স্টিল মিলে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্ক্র্যাপ/ভাঙ্গারী সরবরাহ।

একটি বিষয় এখানে মনে রাখা খুবই দরকার যে, সরবরাহকারী যদি উৎপাদক হন বা ব্যবসায়ী হন এবং তিনি যদি মূসক চালানপত্র ইস্যু করেন তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, তিনি যোগানদার নন। এজন্যেই সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস যোগানদার কি-না তা নিশ্চিত হওয়া জরুরী। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ধরা যাক, সোনালী ব্যাংক লিঃ টেন্ডারের মাধ্যমে ১০,০০০ পিস সাবান ক্রয় করবে। এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানী। এই কোম্পানীটি হলো উৎপাদক। আরো অংশগ্রহণ করেছে এস,আর, এন্টারপ্রাইজ। ইহা যোগানদার। টেন্ডারে যদি কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানী সরবরাহের আদেশ পায়, তাহলে উৎপাদনকারী হিসাবে ভ্যাট চালানসহ সাবান সরবরাহ করবে। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কিন্তু এস,আর, এন্টারপ্রাইজ যদি সরবরাহ আদেশ পায়, তাহলে বাজার থেকে ক্রয় করে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বিল পরিশোধের সময় যোগানদার হিসাবে ৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

যোগানদার যদি কোনো পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবরাহ প্রদান করেন, তাহলে আমদানি স্তরে শুদ্ধায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে ৪% হারে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসাবে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এরূপক্ষেত্রে টেন্ডার বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর ওই টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য আমদানি করতে হবে। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এটিভি আরোপিত হবে না, সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। বাণিজ্যিক আমদানিকারক আর টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে আমদানিকারক এক নয়। বাণিজ্যিক আমদানিকারক আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করেন। আমদানি করার পর তিনি পণ্যটি বিক্রী করেন। তার বিক্রীর ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তার যদি ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন ২৬.৬৭ শতাংশ হয়, তাহলে তার ব্যবসায়ী পর্যায়ে আর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না, যেহেতু আমদানি পর্যায়ে ২৬.৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন বিবেচনা করে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি ভ্যাট চালানে সীল দিয়ে পণ্য বিক্রী করতে পারবেন। তিনি মূল্য ঘোষণা দিয়ে, ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রী করলে রেয়াত পাবেন। এরূপ বাণিজ্যিক আমদানিকারক যদি কোন উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পণ্য সরবরাহ করেন তাহলে ভ্যাট চালানপত্র থাকলে উৎসে ভ্যাট

কর্তন করতে হবে না। সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ০২(২)(খ)-তে ‘আমদানি করে পণ্য সরবরাহ’ বলতে টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানি বুঝানো হয়েছে, বাণিজ্যিক আমদানিকারক বুঝানো হয়নি। অনেকে এ বিষয়টি ভুল বুঝে থাকেন। মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, কোনো উৎপাদক বা ব্যবসায়ী যদি ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ দেয় তাহলে যোগানদার হিসাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস নিশ্চিত হয়ে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যোগানদার কে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকটি কুইক টিপস এই অধ্যায়ের নিম্নে পেশ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিন। টিপসগুলো যোগানদার কে তা বুঝার জন্য খুব সহায়ক হবে বলে আশা করি।

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব আছে। তাছাড়া, ৩৫টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে তা আলোচনা করেছি। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানসমূহ আলোচনা করেছি। এ পর্যন্ত সব সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আমরা পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কে যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে আর কে যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না। যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হলে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যোগানদার হিসেবে বিবেচিত না হলে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো পণ্যের সরবরাহকারী যদি নিজেই উৎপাদক হন এবং তিনি যদি ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না বিধায় এরূপ সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমরা আরো আলোচনা করেছি যে, একইভাবে কোনো ব্যবসায়ী (Trader) যদি ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ করেন, তিনিও যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না বিধায় সেক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম যে, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কোন কর্তৃপক্ষ কোন বিল পরিশোধের সময় প্রথমে চিন্তা করবে যে বিলটি সেবা ক্রয়ের না-কি পণ্য ক্রয়ের। সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিলটি যদি পণ্য ক্রয়ের বিপরীতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সরবরাহটি যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না-কি উৎপাদক বা ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। নিম্নে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত আরো কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হলো। এই অধ্যায়ের শেষাংশে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত কতিপয় সংক্ষিপ্ত টিপস দেয়া হলো, যা উৎসে ভ্যাট কর্তন বুঝতে সাহায্য করবে।

**উৎসে ভ্যাট কর্তনের আরো কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:**

#### **বিধি-১৮৬ অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন**

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮৬ অনুসারে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লেখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সমুদয় মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন এবং অন্য কোনো সংযোগ প্রদানকালে সংযোগ ফী’র ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যেসব সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চার্জ, ফী ইত্যাদির বিনিময়ে লাইসেন্স, পারমিট, রেজিস্ট্রেশন, সংযোগ ইত্যাদি প্রদান করে তাদের ওপর ১৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। চার্জ, ফী ইত্যাদির ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন ও আদায় করতে হবে।

#### **সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন**

যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহির হতে সেবা সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যারা বিল পরিশোধের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা) প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। সেবা আমদানির বিষয়টি একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রম। কোনো ব্যক্তি বিদেশ থেকে এসে সেবা প্রদান করে যায়। সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হতে হয়। সেবা প্রদানকারী সেবা প্রদান করে চলে যান। যেমন: কোন কনসালট্যান্ট কনসালট্যান্সী সেবা দিয়ে চলে যান। অতঃপর ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করা হয়। সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক-কে উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের সেবা মূলতঃ পরামর্শ সেবা। ব্যাংক চুক্তি অনুসারে সেবামূল্য বিদেশে প্রেরণ করবে এবং প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। সেবা গ্রহণকারীর উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় উক্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকলে এবং ভ্যাট জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান থাকলে সেবা গ্রহণকারী উক্ত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেবা আমদানির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

#### **দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান**

অনেক সময় “যোগানদার” প্রতিষ্ঠান দরপত্র বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর পণ্য আমদানি করে দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহ করে থাকে। এরূপ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য শুদ্ধায়নের সময় দরপত্র সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বা কার্যাদেশ দাখিল করতে হবে। তাহলে দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (এটিভি) আদায়যোগ্য হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে “যোগানদার” হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এ ধরনের আমদানিকারকগণ প্রায়শই একটি ভুল করে থাকেন। তারা না জানার কারণে বা দ্রুত শুদ্ধায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনে বা সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক সঠিকভাবে পরামর্শ প্রদান করতে না পারার কারণে আমদানি পর্যায়ে দরপত্র বা কার্যাদেশ সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করেন না। ফলে, আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়। আবার, সরবরাহ পর্যায়ে “যোগানদার” হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা

হয়। তখন সরবরাহকারী এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তিনি আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করেছেন। এভাবে জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার সংক্রান্ত ডকুমেন্ট দাখিল করলে আর এ ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

### ঋণপত্রের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান

উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য কোনো ক্রয়ের বিপরীতে যদি ক্রেতার ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করে, তাহলে উক্ত ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার যে উৎসে কর্তনের দায়িত্ব ছিল তা মূল্য পরিশোধকারী হিসেবে ব্যাংক-কে পালন করতে হবে।

### টেন্ডার মূল্য এবং অনুমোদিত/ঘোষিত মূল্যের পার্থক্যের ক্ষেত্রে বিধান

কোনো পণ্যের অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে টেন্ডার মূল্য কম বা বেশি হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২ তারিখ: ২১/০১/১৯৯২ অনুসারে টেন্ডার মূল্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক পরিশোধিত হতে হবে। টেন্ডারমূল্য এবং মূসক চালানপত্রে উল্লিখিত মূসকসহ মূল্য অভিন্ন হতে হবে এবং তা উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়ে সরবরাহ গ্রহণ এবং মূল্য পরিশোধ করবেন। অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় যে, পণ্যের অনুমোদিত মূল্য কম কিন্তু টেন্ডার মূল্য বেশি। অনুমোদিত মূল্যে মূসক চালান ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী হলে মূসক চালান আছে বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন না করতে অনুরোধ করেন। অনেক সময় জানা না থাকার কারণে সরবরাহগ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করেন না। ইহা সঠিক নয়। সকল ক্ষেত্রে (ট্যারিফ মূল্যের পণ্য ছাড়া) অনুমোদিত বা ঘোষিত মূল্য এবং টেন্ডার মূল্য এক ও অভিন্ন হতে হবে। টেন্ডার পাওয়ার পর মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। ট্যারিফ ভ্যালুর পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালুর ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করবে। “মূসক-১১” চালান ইস্যু করবে। চালানে উল্লিখিত সর্বমোট মূল্য এবং টেন্ডারমূল্য এক হতে হবে। ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানসহ (মূসক-১১) পণ্য সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অনেকে মনে করেন যে, ট্যারিফ মূল্য যেহেতু প্রকৃত বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম তাই, ট্যারিফ মূল্য এবং প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ ধারণা সঠিক নয়। ট্যারিফ মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। সরকার ওই পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট পেতে চাই। তাই, ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধিত হলে আর ভ্যাট পরিশোধের আবশ্যিকতা থাকে না।

### কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত ভ্যাট জমা দেয়ার বিধান

কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান তাদের সব শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্রে যে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে তা কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জমা প্রদান করবে। অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্রে যেখানে অবস্থিত সেখানে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় বা সেখানকার স্থানীয় ভ্যাট কর্তৃপক্ষ সেখানে ভ্যাট জমা দিতে বলেন, তা সঠিক নয়।

### একাধিক উপাদানবিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকে। কিন্তু মূল্য একবারে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। তাই, বিধান করা হয়েছে যে, কোন সরবরাহ একাধিক উপাদানবিশিষ্ট হলে সব উপাদান আলাদা আলাদাভাবে টেন্ডার, কোটেশান বা বিলে উল্লেখ করতে হবে। এবং প্রতিটি উপাদান আলাদা সেবা হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অনেক সময় দেখা যায়, একই টেন্ডারের মাধ্যমে কোন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দেয়া হয়েছে আবার কয়েক বছরের জন্য মেরামতের কাজ নেয়া হয়েছে। এখানে যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং মেরামত দুটি সরবরাহ হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

আমরা প্রথম অংশ আলোচনা শেষ করেছি। ধারাবাহিকভাবে আমরা কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছি। তা হলো: কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে? ৩৫টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? এই ৩৬টি সেবার বাইরের কোন সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? যোগানদারসহ আরো কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? এখন আমরা পূর্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশের ওপর আলোচনা করবো।

### যে সব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না

(ক) উৎপাদক/প্রস্তুতকারক যদি কোনো পণ্য ভ্যাট চালানসহ সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী দপ্তরে সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না, বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি বিকাশ ব্রেড এ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ ‘মানুষের জন্য’ এনজিওতে বিস্কুট সরবরাহ করে এবং যথাযথভাবে উৎপাদনস্থলের ভ্যাট চালান ইস্যু করে, তাহলে ‘মানুষের জন্য’ এনজিও বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না।

(খ) আবার, ধরা যাক, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম এস,আর, এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটি ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট থেকে সাবান ক্রয় করে বিক্রি করে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করে এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করে। এরূপ প্রতিষ্ঠান যদি ভ্যাট চালানসহ তার পণ্য সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না, বিধায় বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, ভ্যাট চালান ছাড়াও ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানসহ এরূপভাবে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করা হলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যেমন: ইসিআর রিসিষ্ট কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। শর্তগুলো হলো। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পণ্যের বিবরণ, মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করে। এরূপ প্রতিষ্ঠান যদি তাদের পণ্য তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে



সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাই, সাধারণতঃ এমন প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীগণ সরবরাহ নেন না বা সরবরাহ পান না।

(ঘ) কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ পণ্য সরবরাহ করে। কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান যদি কোনো পণ্য তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাই, সাধারণতঃ এমন প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীগণ সরবরাহ নেন না বা সরবরাহ পান না।

(ঙ) গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, পানি ইত্যাদি পরিসেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এসব বিল ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত।

(চ) ট্যারিফ মূল্যের পণ্য ভ্যাট চালানসহ প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক সরাসরি কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ প্রদান করা হলে সরবরাহ মূল্য যাই হোক না কেন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, সরকার নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমের জুস একটি ট্যারিফ মূল্যযুক্ত পণ্য। আমের জুসের ট্যারিফ মূল্য হলো প্রতি ১০০০ মি.লি. প্যাক ১৫ (পনের) টাকা। উৎপাদনকারী উৎপাদন পর্যায়ে ১০০০ মি.লি. এর এক প্যাক আমের জুস সরবরাহের সময় ১৫ টাকা মূল্য হিসেবে এর ওপর ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তার প্রকৃত বিক্রয়মূল্য ১৫ টাকার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। প্রকৃত বিক্রয়মূল্য যাই হোক না কেন এখানে যেহেতু সরকার নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়েছে; সেহেতু, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

(ছ) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ওপর ভ্যাট যা সহজ ভাষায় আমরা বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট বলে বুঝে থাকি, তা ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় ভ্যাট। অর্থাৎ ইহা উৎসে কর্তন নয়। ভাড়া গ্রহণকারী নিজের ভ্যাট নিজেই প্রদান করেন। বাড়ির মালিকের ভ্যাট প্রদানের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। ভাড়া গ্রহীতা চুক্তি অনুযায়ী বাড়ির মালিককে ভাড়া প্রদান করবেন। এবং উক্ত মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হলে, ভাড়া গ্রহীতা তা নিজস্ব তহবিল থেকে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। এবং ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট সার্কেল অফিসে প্রেরণ করবেন।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বর্তমান বিধি-বিধান চার অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের ওপর আলোচনা সমাপ্ত হলো। এখন তৃতীয় অংশের ওপর আলোচনা করা হবে।

### উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর কর্তনকারীর করণীয়

এখন আমরা আলোচনা করবো উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর কর্তনকারীর করণীয় কি? উৎসে ভ্যাট কর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটের কোডে কর্তিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। ট্রেজারী চালানে অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১ লিখতে হবে। “০০০০” এর স্থলে উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড লিখতে হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, খুলনা ০০০১ এবং এলটিইউ (মুসক) ০০০৬। ট্রেজারী চালানের প্রথম কলামে “যাহার মারফত প্রদত্ত হইল তাহার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখতে হবে। ট্রেজারী চালানের দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে টাকা প্রদত্ত হইল তাহার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখতে হবে। একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হ’তে কর্তিত ভ্যাট, একটি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানের ক্ষেত্রে এস্থলে “বিস্তারিত বিপরীত পৃষ্ঠায় দেখুন” লিখতে হবে। অতঃপর বিপরীত পৃষ্ঠায় পণ্য/সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্রেক-আপ দিতে হবে। জমা প্রদানের অনধিক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থবছর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রেমিক নম্বরযুক্ত ‘মুসক-১২খ’ ফরমে তিনকপি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও জারী করতে হবে। একটি প্রত্যয়নপত্রে একাধিক ক্রেমিক নম্বর দিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উৎসে কর্তিত ভ্যাটের তথ্য লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রত্যয়নপত্র (ট্রেজারী চালানের মূলকপিসহ) উৎসে মুসক কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে। মুসক সার্কেল তার রাজস্ব বিবরণীতে উহা প্রদর্শন করবে। প্রত্যয়নপত্রের অনুলিপি (ট্রেজারী চালানের সত্যায়িত ছায়ালিপিসহ) সেবা সরবরাহকারী বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রের একটি অনুলিপি উৎসে কর্তনকারী ৬(ছয়) বছর সংরক্ষণ করবেন।

তবে, চেকের মাধ্যমে ট্রেজারীতে অর্থ জমা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় ট্রেজারী চালান পেতে বিলম্ব হয়। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালান প্রাপ্তির (ট্রেজারী চালানে উল্লিখিত) তারিখ থেকে অনধিক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও জারী করতে হবে। নিবন্ধিত উৎসে কর্তনকারী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উৎসে কর্তিত এবং ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমাকৃত ভ্যাট-এর পরিমাণ দাখিলপত্রের যথাক্রমে ক্রেমিক নং-৫ এবং ১৬ এর বিপরীতে প্রদর্শন করবেন। এক্ষেত্রে চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মুসক-১৮) এন্ট্রি করতে হবে না। তবে, এন্ট্রি করলে একবার ট্রেজারী জমা দেখাতে হবে এবং তারপর আর একটা এন্ট্রি দিয়ে প্রদেয় দেখাতে হবে।

এখন আমরা চতুর্থ অংশ নিয়ে আলোচনা করবো। দাখিলপত্রে সেবা সরবরাহকারী কিভাবে প্রদর্শন করবে এবং সেবা গ্রহণকারী কিভাবে প্রদর্শন করবে তা এখানে আলোচনা করা হবে।

## সেবা সরবরাহকারীর করণীয়

**যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধ করা হয়েছে:** আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে সেবাদাতাগণ ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। আবার, ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ না করেও উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। সেবাদাতাদের সুবিধার জন্য এরূপ বিধান করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা সরবরাহ করলেও সেবা প্রদানের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট স্বাভাবিকভাবে নিজে পরিশোধ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধিত হয়ে থাকলে দাখিলপত্রের মাধ্যমে এবিষয়গুলো সমন্বয় করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী তার দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকে সমুদয় বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। ৪ নং ক্রমিকে স্বাভাবিকভাবে সমুদয় প্রদেয় লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি ইতোপূর্বে সরবরাহকৃত সেবার বিপরীতে কোনো “মূসক-১২খ” পেয়ে থাকলে তার পরিমাণ দাখিলপত্রের ক্রমিক নং-১২ এর বিপরীতে লিপিবদ্ধ করে সমন্বয় করবেন। প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এর ভিত্তিতে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ ক্রমিক নং-১৯ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

**যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়নি:** আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে সেবাদাতাগণ ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। আবার, ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ না করেও উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। সেবাদাতাদের সুবিধার জন্য এরূপ বিধান করা হয়েছে। সাধারণতঃ সেবা প্রদানকারীগণ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র প্রদান করার পূর্বে ভ্যাট-এর অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করেন। যেহেতু উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হবে সেহেতু সেবা প্রদানকারী যদি উৎসে কর্তনকারীর নিকট সরবরাহকৃত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট নিজে পরিশোধ করতে না চান, তাহলে সেবা প্রদানের সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে, সরবরাহকারীর দাখিলপত্রের ১ এবং ৪ নং ক্রমিকে এন্ট্রি দিতে হবে। দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকে “করযোগ্য পণ্য, সেবা বা পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয়” এর বিপরীতে ৪ নং ঘরে ‘মূল্য সংযোজন কর’ এর পরিমাণ লিখতে হবে। উক্ত পরিমাণের মধ্যে কত টাকা উৎসে কর্তনযোগ্য তা নীচে প্রথম বন্ধনীর (. . .) মধ্যে লিখতে হবে। দাখিলপত্রের ৪ নং ক্রমিকে “মোট প্রদেয় কর (সারি ১ হইতে SD+VAT)” এর বিপরীতে, ১ নং ক্রমিকে উল্লেখিত উৎসে কর্তনযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাদ দিয়ে লিখতে হবে। সেবা সরবরাহকারী “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উহা এন্ট্রি দিবেন। উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক সরবরাহকারীকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদানের কর মেয়াদে অথবা তার অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উৎসে কর্তিত ভ্যাট-এর পরিমাণ প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” অনুসারে উল্লেখ করবেন। প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এবং ট্রেজারী চালানের ছবিলিপি দাখিলপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কত টাকার “মূসক-১২খ” এখনও পাওয়া যায়নি তা এস্থলে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে নীচে বন্ধনীর (. . .) মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত “মূসক-১২খ” এর পরিমাণের সাথে বর্তমান কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত উৎসে কর্তনযোগ্য মূসকের পরিমাণ যোগ করে, যোগফল থেকে বর্তমান কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে প্রদর্শিত প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এর পরিমাণ বিয়োগ করলে, এ পর্যন্ত কত টাকার “মূসক-১২খ” পাওয়া যায়নি তার পরিমাণ পাওয়া যাবে। দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ দেখে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারবেন যে, এখনও পর্যন্ত কত টাকার উৎসে কর্তন অনিষ্পন্ন রয়েছে অর্থাৎ “মূসক-১২খ” পাওয়া যায়নি।

এভাবে সেবাপ্রদানকারীদের সুবিধার জন্য ভ্যাট প্রদান করে উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করা অথবা ভ্যাট প্রদান না করে উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করা উভয়বিধ পদ্ধতি বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানে রাখা হয়েছে। এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সমন্বয় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দাখিলপত্রের এই এন্ট্রিগুলো অনেকে না বুঝার কারণে উৎসে কর্তনের পর করণীয় কাজ কঠিন বলে মনে হয়।

\*\*\*\*\*